টাল, দিয়াড়া ও বরিন্দ্ এই তিনটি ভৌগোলিক বিভাজনকে কেন্দ্র করে মালদা জেলায় তিনটি ভাষিক অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। এই তিনটি ভাষিক অঞ্চল হল মহানন্দা নদীর পূর্ব তীরের বরিন্দ্ অঞ্চল, পশ্চিম তীরের কলিন্দ্রী নদীর উত্তরাংশ টাল অঞ্চল এবং দক্ষিণ অংশ দিয়াড়া অঞ্চল। এই তিনটি ভূখণ্ডের ভৌগোলিক নামের পরিপ্রেক্ষিতে মালদা জেলার ভাষিক অঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কথ্যভাষার নিরিখে এই বিভাজনের মধ্যেও কিছু উপবিভাগ লক্ষ করা যায়। তাই জেলাটির বাংলা কথ্যভাষার আলোচনায় কিছু নতুন কথা বলবার আছে। কারণ মুখের ভাষাকে কোনও নির্দিষ্ট সীমা রেখায় বেঁধে দেওয়া যায়না। তাই শুধু মাত্র টাল, দিয়াড়া ও বরিন্দ্ এই তিন বিভাজনই জেলাটির কথ্যভাষা আলোচনায় শেষ কথা নয়। আরও কিছু কথা বলবার পরিসর রয়েছে। বিশেষত জেলাটির উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কথ্যভাষা জেলার বাকি অংশের কথ্যভাষা-বৈশিষ্ট্য থেকে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। মহানন্দা নদী-সংলগ্ন পূর্ব অঞ্চলের কথ্যভাষার সঙ্গে পশ্চিম তীরের কথ্যভাষা-ব্যবহার প্রবণতার প্রচুর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পুরাতন মালদহ থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিশেষত পূর্ব দিকে প্রায় টাঙ্গন নদী পর্যন্ত অঞ্চলের কথ্যভাষা বরিন্দ্ অঞ্চলের বাকি অংশের কথ্যভাষা থেকে কিছু অংশে পৃথক। তাই গাজোল, বামোনগোলা ও হবিবপুর ব্লকের ভাষিক অঞ্চলটির বাংলা কথ্যভাষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবার পরিসর রয়েছে।

স্বাধীনত্তোর ভারতবর্ষ ও প্রতিবেশী বাংলাদেশের স্বাধীনতা জনিত রাজনৈতিক কারণে বেশ কিছু মানুষকে অভিবাসিত হতে হয়েছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই এর কম-বেশি প্রভাব লক্ষ করা যায় এবং এর ফলে একটি মিশ্র বাক্ রীতি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। উত্তরবঙ্গের মালদা জেলা এই মিশ্র বাক্ রীতির ব্যতিক্রম নয়। বিশেষত মালদা জেলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অভিবাসিত কথ্যবাংলা এবং স্থানীয় কথ্যবাংলার বাচক গোষ্ঠীর সহাবস্থান অঞ্চলটির ভাষিক মানচিত্রে একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। সেকারণেই এই গবেষণা পত্রে মালদহ জেলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কথ্যভাষার বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছি।

ছাত্রাবস্থা থেকেই মুখের ভাষার আলোচনা এবং তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার একটা খেয়ালিপনা স্বভাব ছিল। সেই খেয়ালিপনা স্বভাব থেকেই ভাষা নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছের বীজ অঙ্কুরিত হয়। আর সেই ইচ্ছেটাকে বাস্তবায়িত করার পথ সুগম হয়েছে যাঁর তত্ত্বাবধানে তিনি ড. মীর রেজাউল করিম, অধ্যাপক (বাংলা বিভাগ) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণা পর্বের বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপক ড. অঙ্কুশ ভট্ট, ড. সুবোধ কুমার যশ, ড. নিখিলেশ রায়, ড. দীপক কুমার রায় এবং অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা প্রয়োজনীয় উপদেশ এবং সুপরামর্শ দিয়ে আমাকে অপরিমেয় সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলকেই সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দ সংগ্রহ , সঠিক উচ্চারণ ও সেই সমস্ত শব্দের অর্থ্ জনিত বিভিন্ন প্রকার উপাদান যুগিয়ে যে সমস্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের অকৃপণ সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের সবার নাম উল্লেখ এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তবে তাঁদের বেশ কয়েক জনের সহযোগিতায় আমি তাঁদের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁর নাম করতে হয় তিনি আমার পিতৃদেব প্রমথ নাথ সরকার, যিনি গত বছর পরলোকগমন করেছেন। এ ক্ষেত্রে আর যাঁদের নাম উল্লেখ না করলেই নয় তাঁরা হলেন আমার অগ্রজ শ্রী প্রবীণ কুমার সরকার, শিক্ষক মহাশয় শ্রী ক্ষুদিরাম প্রামাণিক, শ্রী ভুবণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী শ্রী অনিল চন্দ্র সরকার মহাশয়। আমার বন্ধুস্থানীয়দের মধ্যে যাদের কাছে আমি ঋণি তারাও আমার গবেষণা পত্রে স্মরণীয় হয়ে থাকবে যেমন- সুখেন্দু শেখর সিকদার (শিক্ষক), নারায়ণ বসুনিয়া (অধ্যাপক), বিবেক দাস (অধ্যাপক),

সুজয় ঘোষ (অধ্যাপক), পরিমল মন্ডল (শিক্ষক) ,অনকুল চক্রবর্তী, মুক্তা মজুমদার (শিক্ষিকা) আব্দুল মকিম (শিক্ষক), নিরঞ্জন বিশ্বাস (শিক্ষক), তারাপদ সিকদার(শিক্ষক), দেব দুলাল বোস(শিক্ষক) , সঞ্জয় বিশ্বাস (শিক্ষক) , বিনয় দাস (শিক্ষক)।

আমার গবেষণা কর্মে নারী ভাষা, শ্লোক, প্রবাদ সংগ্রহে যারা অমাকে অকৃত্রিম সহযোগিতা করেছে বা করেছেন যেমন-নির্মলেন্দু ভৌমিক, অঞ্জনা সরকার, যুথিকা রায়, মৌসুমী দাস, পরিমল তরফদার, সুভাষ মন্ডল, রাধেশ্যাম বর্মন, বন্দনা মন্ডল, অতুল মন্ডল, ময়না দাস, ইলা মন্ডল, রামপদ দাস, রামদাস, ইমারত আলি, নুরেজা বেগম, লোকমান আলি, এঁদের সবাইকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার গবেষণা কর্মে সর্বক্ষণের জন্য পাশে থেকে আমার সহধর্মিণী পাপিয়া সরকার ধৈর্য এবং নিষ্ঠা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছে। তার এবং সকলের সমস্ত রকমের সাহায্য ও সহযোগিতা আমি কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্বীকার করি।

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

অধীর কুমার সরকার
জুন, ২০০৯